যুগান্তর

07 FEB 2015
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৭

শুরু হয়েছে এসএসসি

শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্ন রাখতে হবে

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে। তিনি এমনও বলেছেন, কোনো চাপ বা ভীতির মুখে নত তো হবেনই না, বরং যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রয়েছেন তিনি। রোববার থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে বলেও জানিয়েছেন খালেদা জিয়া। ধারণা করা হচ্ছে, চলমান অবরোধ কর্মসূচির পাশাপাশি সামনের সপ্তাহে টানা হরতাল ঘোষণা করতে পারে ২০ দলীয় জোট। ওদিকে একই দিন অর্থ মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে চলমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের কোনো আভাস ফুটে ওঠেনি।

অর্থাৎ সমগ্র জাতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের শত আহ্বান সত্ত্বেও সংকট নিরসনের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। দুর্যোগঘন আকাশে কোনো রূপালী রেখার দেখা নেই। আমাদের প্রশ্ন— কেন? তাহলে কি এটাই ঠিক যে, সাধারণ মানুষের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামান্য মমতাটুকুও নেই? হরতাল-অবরোধের কারণে এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত দিনে শুরু হতে পারেনি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচি বহাল থাকায় ছুটির দিন গতকাল শুক্রবার থেকে এ পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কোমলমতি কিশোর শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা গত এক মাস ধরে দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় পার করছেন। এই দুশ্চিন্তা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা-প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আমরা এসব দুর্ভোগ মেনে নিয়েছি। এখন কথা হচ্ছে, গতকাল থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষা কি শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারবে? বৃহস্পতিবার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে মানববন্ধন করেছে। তাদের হাতে থাকা প্লাকার্ডের ভাষা যারাই পড়েছেন, তারাই মর্মাহত হয়েছেন। তারা লিখেছে, শিক্ষাই যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের কেন এই দুর্দশা? শিক্ষার্থীদের এ প্রশ্ন পথচারীদের আহত করলেও তা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এতটুকুও বিচলিত করছে না। আমরা চাইব, ২০ দলীয় জোট অন্তত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে পরীক্ষা চলাকালীন এমন কোনো কর্মসূচি দেবে না, যাতে সরকার পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হয়। নিরপরাধ কিশোরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনো অধিকার নেই আমাদের। এই সম্পাদকীয় লেখার সময় শিক্ষামন্ত্রী জাতিকে আশ্বস্ত করেছেন, এসএসসি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা আশা করব, এই পরিবেশ পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বজায় থাকবে।

বস্তুত শুধু এসএসসি পরীক্ষার্থী নয়, দেশের সব স্তরের মানুষের স্বার্থের কথা ভেবেই বর্তমান সংকটের অবসান ঘটানো উচিত। প্রথম কথা, মানুষের জীবন বাঁচাতে হবে আগে, রাজনীতিটা পরের প্রসঙ্গ। দেশ বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে নেই অথবা কোনো ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধেও লড়ছে না যে এভাবে অকাতরে প্রাণ দিতে হবে মানুষকে। সংকটটা নেহায়েতই একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এর চেয়ে অনেক বড় সমস্যার সমাধান হয়েছে বিভিন্ন দেশে। আমাদের দেশেও কি হয়নি? তাহলে কেন একটি রাজনৈতিক সংকটকে আমরা অর্থনীতির সংকট, শিক্ষার সংকট, জীবনের সংকটে পরিণত করছি। চলুন সবাই মিলে একটা গোলটেবিল সাজাই। তারপর বের করে আনি সিদ্ধান্ত।